কালাগুল [ছোটগল্প]

নানীকে দেখে অনীহ বাসায় ফিরছিল। সন্ধ্যা গড়িয়ে নিশা মহানিশা। ঝি ঝি পোকারা ঝি ঝি করছে। শিয়ালের ডাক শুনে কুকুররা ঘেউ ঘেউ করছে। আকাশের পানে তাকিয়ে নেকড়েরা আর্তনাদ করছে। অনীহর বাসা কালাগুল। চৌকিদেখি দিয়ে যাচ্ছে। মানে মাঝপথে অনেককিছুর সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে। কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা। বাবাও আজ বাসায় নেই। বাবা বাসায় থাকলে হয়ত বন্ধুর বাসায় থেকে যেত। কিন্তু মা বাসায় একা। চশমা আনা হয় নি। পড়ে ঔষধ খেতে হয়। না জানি রাতে কোন ঔষধ খেয়েছেন? ভুল ঔষধ খেলে সর্বনাশ হতে পারে। স্মরণ হতেই অনী'র গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। মার মুখচ্ছবি মনের নয়নে ভাসতেই ডর ভয় ভুলে অনীহ হন্য হয়ে কোনাকোনি হাটতে লাগলো। মালিনীচড়া এসে বসোরগলি দিয়ে লঘুপায়ে হাঁটছে। অনীহ যখন দৌড়ুচ্ছিলি। তখন বাবলা বাসা থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু অনী’র সাথে দেখা হয়নি। অনীহ ফোন করে বলেছিল দশ মিনিট পর বেরুবার জন্য। পাঁচ মিনিট পরে বেরিয়ে দশ মিনিট অপেক্ষা করেও অনী’র দেখা না পেয়ে ফিরে গেল। বাবলা যখন অনী’কে বকছিল সে তখন চা বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়ুচ্ছিলি। বসোরগলিটা কালাগুল যায়। দিনে যেমন মনোলোভা রাতে তেমন রোমহর্ষক। চা বাগান। হাজার বছর পুরাতন। কতজন আহত হত হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। এসব চিন্তা করে অনীহ হাটছিল। মোড়ে আসার সাথে সাথে

কালোগুলো [ছোটগল্প]

মড়াৎ করে ভেঙ্গে একটা গাছ তার সামনে পড়ল। থমকে দাঁড়ি ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে লাফ দিয়ে টপকিয়ে আবার দৌড়াতে লাগল। পিছন থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। অনীহ জানে জবাব দেবার জন্য পিছন থাকলে তাকে মেরে ফেলবে। তাই সে দৌড়াচ্ছে। সে যত দ্রুত দৌড়াচ্ছে শব্দটা তত নিকটবর্তী হচ্ছে। দুনিয়া যেন তেড়েফুঁড়ে আসছে, এমন শব্দ হচ্ছে। সামনে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছে। দুনিয়ার বার যতসব ইচ্ছিরি বিচ্ছিরি ছায়া আকৃতি আছে সব গুলো দেখতে পাচ্ছে। ক্ষণে বাঘের হুঙ্কার শুনছে ক্ষণে মেকুর চেঁচাচ্ছে। বাঁয়ে তাকিয়ে সামনে মুখ ফিরিয়ে কিছু একটাকে তার পানে মহাবেগে তেড়ে আসতে থমকে দাঁড়াল। কালো ছায়ার মত কিছু তার সামনে এসে গতি বদলিয়ে উপরে উঠে গেল। কি ছিল তা অনীহ জানতে চায়না। আবার দৌড়াতে লাগল। বাসা এখন বেশ দূর নয়। অনী'র কাছে এমন লাগছে যেন সাত তেপান্তরের ওপাড়ে। অনী'র ডান হাতে একটা ব্যাগ। তাতে একটা শিকপোড়া মোরগ। বাসার নিকটবর্তী হতেই কিছু একটা তার পথরোধ করে বলল, 'মোরগটা দিয়ে দিলে তোকে কিছু করবনা।'

'এই নাও।' বলে অনীহ হাত পিছনে নিয়ে সামনে তাকিয়ে বাসা দেখে ব্যাগটা ছেড়ে বোঁ দৌড়ে বাসায় এসে হাঁফাতে হাঁফাতে কড়া নাড়ল।

বাবা দরাজ খুলে কপাল কুঁচ করে বললেন, 'এত রাতে আসলে কেন?'

'আম্মাকে ঔষধ খাওয়াবার জন্য।' বলে অনীহ ভিতরে প্রবেশ করে মাকে হাসতে দেখে জড়িয়ে ধরল।

সমাপ্ত